তারিখ 3 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

যুগান্তর

কোচিং সেন্টার ও হোস্টেল বাণিজ্য

প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে কোচিং করতে রাজধানীতে পাড়ি জমান লক্ষাধিক
শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই বিভিন্ন আবাসিক হোস্টেলে থেকে কোচিং করেন। রাজধানী ঢাকার বুকে গড়ে ওঠা কোচিং
সেন্টারের শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই মফস্বল শহর কিংবা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা। ঢাকায় কোচিং করতে আসা শিক্ষার্থীরা থাকার
জন্য আবার দারস্ত হন হোস্টেলে। কোচিং শিক্ষার্থীদের জন্য রাজধানীর ফার্মগেট ও তার আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে সহস াধিক
বাণিজ্যিক হোস্টেল। এসব হোস্টেলে সার্ভিস চার্জ, ভাড়া ও অগ্রিম মিলিয়ে শুরুতেই হাতিয়ে নেয়া হয় মোটা অংকের টাকা। এক মাসের
অগ্রিম টাকা হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ৪-৫ মাস থাকতে বাধ্য করে। এরপর শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্য ও হোস্টেল বাণিজ্যের খপ্পরে পড়ে
চোখে শর্ষে ফুল দেখতে শুরু করেন। বাণিজ্য ও হোস্টেল নামক বিড়ম্বনার চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করে ২ আগস্ট প্রতিমঞ্চ পাতায়
'রাজধানীতে কোচিং সেন্টার ও হোস্টেট বাণিজ্য' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
তাহসান ইসলাম নামে এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর হয়রানির গল্প তুলে ধরা হয়েছিল ওই প্রতিবেদনে। ফার্মগেটের আইডিয়াল হোম নামে
একটি ছাত্রাবাসে থেকে হয়রানির শিকার হওয়ার প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার পর আইডিয়াল হোমস তাহসানের জব্দ করা মালামাল
ফিরিয়ে দেয়। প্রতিবেদনের জের ধরে প্রতিবেদককে মামলার হুমকি দিলেও পরে ক্ষমা চেয়ে ছাত্রাবাসের অবস্থা আরও উন্নত করবে বলে
আশ্বাস দিয়েছিল আইডিয়াল হোম। আর ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীও হোস্টলের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করে ভর্তি হয়েছে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর কোচিং বাণিজ্য, বই বিক্র, ভর্তি ফরম বিক্রি, কোচিংয়ের বাইরে একই লেকচারের প্রাইভেট বাণিজ্য নিয়ে
প্রতিবেদন প্রকাশের বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন।